Over-all Project Coordinator:

Institute of Aquaculture, University of Stiriling
Stirling, Stirilingshire FK9 4LA United Kingdom
Contact Persons: Prof. David C. Little/Dr. Francis Murray
Email: d.c.little@stir.ac.uk/f.j.murray@stir.ac.uk

Bangladesh Project Coordinator:

Faculty of Fisheries
Bangladesh Agricultural University, Mymensingh -2202
Contact Persons: Prof. Dr. Md. Abdul Wahab/Dr. M. Mahfujul Haque
Email: wahabma_bau@yahoo.com/mmhaque1974@yahoo.com
Cell phone: + 88-01715099156/88-01712006293

http://seatglobal.eu

নৈতিক মাছচাষের বাণিজ্যকে টেকসইকরণ

Sustaining Ethical Aquaculture Trade (SEAT)

একটি যৌথ গবেষণা প্রকল্প

সপ্তম ফ্রেমওয়ার্ক প্রোগ্রাম

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সূচনা

গত কয়েক দশক ধরে খাদ্য হিসাবে মাছের ব্যবহার বিশ্বব্যপী ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বেড়ে যাওয়ার পিছনে মূল কারণসমূহ হচ্ছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মানুষের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন এবং মাছের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের উন্নয়ন। বর্তমানে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি সীফুড (সমুদ্র থেকে আহরিত অথবা খামারে উৎপাদিত মাছ বা মাৎস্যজাত দ্রব্য যা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়) উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে বিপণন হচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে বৃহৎ এবং একমাত্র আমদানীকারক যা মোট উৎপাদিত সীফুডের শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি আমদানি করে থাকে। সীফুডের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চাষকৃত মাছের যোগান দিন দিন বাড়ছে এবং বর্তমানে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক সীফুড খামারে উৎপদিত হচ্ছে। এই সীফুডের অধিকাংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বদ্বীপ বা লেগুন অধ্যুষিত অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। সীফুড বাণিজ্যে যে চারটি প্রজাতি মূল ভুমিকা রাখছে সেগুলো হল বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া। এগুলোর চাষপদ্ধতির ব্যাপকতা ও নিবিড়তার মাত্রা এশিয়ার কয়েকটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ এবং এর টেকসই এর বিষয়টি উদ্বেগের কারণ।

সিট (SEAT) প্রকল্প

Sustaining Ethical Aquaculture Trade (SEAT) project ইইউ ফ্রেমওয়ার্কের ভিতর একটি বৃহৎ ও যৌথ গবেষণা প্রকল্প - যার মূল লক্ষ হচ্ছে উপরোক্ত চারটি মাছের বাণিজ্যের ভিত্তি টেকসইকরণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করা। এ প্রকল্প চারটি প্রজাতির সার্বিক ও বিস্তর ভ্যালূচেইন নিয়ে গবেষণা করছে যাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশে কিন্তু রপ্তানী হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে। ফলে খাদ্য হিসাবে এ প্রজাতিগুলোর উপর ইউরোপিয়ান জনগোষ্ঠী দিন দিন নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণসূচক ইথিক্যাল একোয়াকালচার ফুড ইনডেক্স (Ethical Aquaculture Food Index-EAFI) নির্ণয় করা হবে। গবেষণা প্রকল্পের মূল ফলাফলসমূহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সহজভাবে তুলে ধরা হবে। আমরা আশা করছি, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০ সালের শেষের দিকেই ইউরোপ ও এশিয়ার ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের যৌথ সহযোগিতায় মাৎস্য বাণিজ্যের টেকসইকরণ (সাসটেইনেবিলিটি) সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তরগুলো বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে।

সিট গবেষণা প্রকল্প ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইন্টারডিসিপ্লিনারি দৃষ্টিকোণ থেকে সাসটেইনেবিলিটির বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখার জন্য গবেষণা করবে। যে সমস্ত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখা হবে তা হল মাৎস্য বাণিজ্যের প্রভাব যেমন-পরিবেশের উপর প্রভাব, স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব, জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, খাদ্য নিরাপত্তাজনিত দূষণ ও সাসটেইনেবিলিটি এবং এর বাণিজ্যিক বাধাসমূহ।

জীবন চক্র বিশ্লেষণের (Life Cycle Analysis) মধ্যে ভ্যালূচেইনের ভিতর কি পরিমান শক্তি ও দ্রব্যের ব্যবহার হচ্ছে তা নিরুপণ করা হবে। ভ্যালূচেইন সংশ্লিষ্ট সাসটেইনেবিলিটি বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য খাদ্য নীতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে এশিয়া-ইউরোপ ভিত্তিক মাৎস্য বাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্য-ভান্ডার তৈরি হলে তার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মাৎস্য বাণিজ্য আরও বিস্তৃত হবে। এতে করে টেকসই মাৎস্যজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সামাজিক ও পারিবেশিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে উৎপাদনকারীগণ সহজভাবে অবহিত হবেন।

প্রকল্পের কার্যাবলী

- উৎপাদন পদ্ধতির বিস্তারিত বিষয়াদি ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা;
- জীবন চক্র বিশ্লেষণ;
- পারিবেশিক মডেল;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা;
- খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য;
- দূষণ-ঝুঁকি নিরুপন করা;
- বৃহত্তর ইথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে মূল বিষয়গুলোর কাঠামো তৈরী করা;
- অ্যাকশন রিসার্চের মাধ্যেমে খাদ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করা;
- বাণিজ্যিক তথ্যাদির স্বচ্ছতা ও যথাযথ ব্যবহারকে উন্নত করা;
- নীতিমালা তৈরীকরণ ও বাস্তবায়ন; এবং
- প্রচার ।